30 NOV 2012
তারিখ : 30 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...
30 NOV 2012

যুগান্তর

রুয়েটে আন্দোলনের নেপথ্যে ১০ কোটি টাকার টেন্ডার ও নিয়োগ

ভিসি পরিবার অবরুদ্ধ : বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন

রাজশাহী ব্যুরো ও রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) গত দুই সপ্তাহ ধরে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে অচল হয়ে পড়েছে রুয়েট ক্যাম্পাস। আন্দোলনকারীদের চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় অনিশ্চিত সেশনজটের কবলে পড়েছে শিক্ষার্থীরা। আন্দোলনকারীদের সমর্থনে হল প্রাধ্যক্ষ, বিভাগীয় প্রধানসহ ৬ ব্যক্তি পদত্যাগ করেছেন। এর আগে রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ড. শামীমুর রহমান পদত্যাগ করেন। ফলে প্রশাসনের কর্ম বাস্তবায়নে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যান্যের সঙ্গে সরকারিদল সমর্থক শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী নিজেদের স্বার্থহানির কারণে এ আন্দোলনকে বেগবান করতে কলকাঠি নাড়ছেন এমন কথাও ক্যাম্পাসে আলোচিত হচ্ছে। ১৩ নভেম্বর থেকে পরীক্ষার ফল জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগে ভিসি প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরীর অপসারণ দাবিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদের ব্যানারে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনসহ লাগাতার কর্মসূচি শুরু করে বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

অন্যদিকে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের নেপথ্যে অনেকগুলো কারণ রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। উপাচার্যের অপসারণে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের প্রায় ১০ কোটি টাকার টেন্ডার না পাওয়া, শিক্ষক ও কর্মকর্তা পদে আত্মীয়-স্বজনদের নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের

নেপথ্যে : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

নেপথ্যে : রুয়েটে আন্দোলনের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উচ্ছৃঙ্খল কর্মসহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে বলে রুয়েট প্রশাসনের একটি সূত্রসহ একাধিক সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। একই সঙ্গে রুয়েট প্রশাসনের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় কর্মকর্তাই নাকি খোদ আন্দোলনে উস্কানি দিচ্ছেন বলেও রুয়েট ক্যাম্পাসে বিষয়টি চাউর হয়ে উঠেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

পরীক্ষার ফল জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অভিযোগ তুলে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরীর অপসারণ দাবিতে ১৩ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু পরিষদ এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আন্দোলনের ডাক দেয়। পরের দিন পৃথক সংবাদ সম্মেলনে রুয়েট শাখা ছাত্রলীগও আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে। এর আগে ৫ নভেম্বর রুয়েটের প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় আন্দোলনকারীরা। মূলত ১৩ নভেম্বর থেকেই লাগাতার আন্দোলনে রুয়েটে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।

রুয়েটের একটি সূত্র জানায়, ৫ নভেম্বর রুয়েট প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় ভাঙচুরের পেছনে কারণ ছিল পরের দিন মঙ্গলবার রুয়েটের নির্মিতব্য গ্লাস অ্যান্ড সিরামিক ভবনের ৬ কোটি টাকার টেন্ডার ও ৮ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু হলের প্রায় কয়েক কোটি টাকার টেন্ডার বাণিজ্য। নিজস্ব ঠিকাদারকে টেন্ডারের কাজ পাইয়ে দিতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ওই ভাঙচুর চালায়। সবচেয়ে কম দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছাত্রলীগের পছন্দের ওই প্রতিষ্ঠানের বাইরে অন্য একটি প্রতিষ্ঠান প্রায় ১০ কোটি টাকার ওই টেন্ডার দুটির কাজ পেলে ছাত্রলীগ ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতারা ভিসির ওপর চরম ক্ষুব্ধ হয়। সেই থেকেই উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত।

উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে রুয়েট শাখা ছাত্রলীগের যোগ দেয়ার পেছনে আরও একটি কারণ হচ্ছে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক হারুন অর রশিদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ না পাওয়া। ছাত্রলীগ নেতা হারুন একাডেমিক দিক থেকে অযোগ্য হওয়ায় শিক্ষক নিয়োগের ভাইভা কার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন। পরবর্তী সময়ে অন্য পন্থায় ভাইভা কার্ডের ব্যবস্থা হলেও ভাইভা ফলাফল ভালো না হওয়ায় তিনি নিয়োগ হতে বঞ্চিত হন।

এর কিছুদিন আগে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ছাত্রলীগ কর্মী আবদুল আজিজ খান নিহতের ঘটনায় রুয়েট প্রশাসন ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মীর ছাত্রত্ব বাতিল করে। এছাড়া রুয়েটে অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় জড়িত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ায় রুয়েট উপাচার্যের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়। তাছাড়া উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষকদের জড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে বিভিন্ন সময় রুয়েট শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগে পরিষদ নেতাদের কোটা পূরণ না করা।

রুয়েট প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি রুয়েটে গ্লাস অ্যান্ড সিরামিকসহ নতুন দুটি বিভাগ খোলায় ওই দুই বিভাগের কোর্স কারিকুলাম তৈরির জন্য ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোর্স-কারিকুলাম দেখতে যান বঙ্গবন্ধু পরিষদের নেতা ও রুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ড. শামীমুর রহমান। ভারত সফর বাবদ ওই শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ড থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খরচ দেখিয়ে টাকা গায়েব করেন। উপাচার্য সফরে এত টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তার একটি হিসাব দিতে বললে ড. শামীমুর রহমান ক্ষুব্ধ হন।

উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনে রুয়েট উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মর্তুজা আলীর পরোক্ষ ইন্ধন রয়েছে বলেও প্রশাসনের একটি সূত্র দাবি করে। সূত্রটি জানায়, উপাচার্য সরিয়ে নিজেকে ওই পদে আসীন করতেই তিনি ছাত্রলীগ ও বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষকদের দিয়ে ভিসির অপসারণ আন্দোলন চাঙ্গা করেন। ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষে উপ-উপাচার্য তার এক কন্যাকে রুয়েটের সিএসই বিভাগে অসৎ উপায় অবলম্বন করে ভর্তি করান যা সে সময় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি।

রুয়েট উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মর্তুজা আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, পরীক্ষার ফল জালিয়াতির বিষয়টি আমি জানতাম এবং তার প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু উল্টো উপাচার্য আমাদের সরাসরি হুমকি দিয়েছে। ফল জালিয়াতির সঙ্গে উপাচার্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বলেও জানান তিনি।

এ ব্যাপারে রুয়েট উপাচার্য প্রফেসর ড. সিরাজুল করিম চৌধুরী তার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমি ঢাকায় আছি ফিরে এসে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে কেন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে আন্দোলন করা হচ্ছে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করব।

উপাচার্যের কুশপুত্তলিকা দাহ ও বাসভবন ঘেরাও : এদিকে রুয়েটে উপাচার্যবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার উপাচার্যের কুশপুত্তলিকা দাহ ও বাসভবন ঘেরাও করে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সংযোগ এবং পানির লাইন বন্ধ করে দেয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে গতকালও ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনসহ অবস্থান ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঐক্য পরিষদ। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, সকাল সাড়ে ৮টায় আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও করে। এসময় তারা উপাচার্যের বাসার টেলিফোন সংযোগ, বিদ্যুৎ সংযোগ ও পানির লাইন বন্ধ করে দেয়। আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের বাসার প্রধান ফটকে তালাও ঝুলিয়ে দেয়। এসময় উপাচার্য সিরাজুল করিম চৌধুরীর ছেলে ও বাসার কর্মচারীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বেলা ১১টা পর্যন্ত তারা বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। পরে বাসার বিদ্যুৎ ও পানির সংযোগ দেয়া হলেও টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে বলে বাসার কর্মচারীরা জানিয়েছে। রুয়েটের শিক্ষার্থীরা আশংকা করছেন আন্দোলনের কারণে তাদের বড় ধরনের সেশনজটে পড়তে হতে পারে।

অন্যদিকে উপাচার্যের বাসভবন ঘেরাও শেষে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে আন্দোলনকারীরা। মিছিলটি ক্যাম্পাসের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট ও সমাবেশ করে। পরে আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক ড. [illegible] উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যাব।